

চতুর্থ দার্স

যে জিনিস রোযা নষ্ট করে নাঃ

১। গোসল করা, সাঁতারকাটা ও প্রচণ্ড গ্রীষ্মজনিত তাপহ্রাস করার নিমিত্তে পানি দ্বারা ঠান্ডা উপভোগ করার মত কাজ রোযাদারের রোযা নষ্ট করে না।

২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত পানাহার ও যৌনবাসনা পূরণ করাতে রোযা নষ্ট হয় না।

৩। দাঁতন করা। দিনে যে কোন সময় দাঁতন করা যাবে তাতে রোযার কোন ক্ষতি হবে না বরং সেটা মুস্তাহাব কাজ।

৪। যে কোন বৈধ ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা সাধন যা খাদ্যের কাজ করে না। তাই যে ইনজেকশন খাদ্যের কাজ করে না তার ব্যবহার এবং চোখে ও কানে ঔষধের ফোটা ফেলা জায়েজ। তাতে রোযা নষ্ট হবে না, যদিও ঔষধের স্বাদ গলায় যায়। প্রেসার ইত্যাদির কারণে উদ্ভূত শ্বাসকষ্ট হ্রাস করার লক্ষ্যে স্প্রে ইত্যাদি ব্যবহার করা রোযাদারের জন্য জায়েয। খাদ্যের স্বাদ (পরীক্ষার জন্য) গ্রহণে রোযা নষ্ট হয় না। তবে শর্ত হলো, তার কোন কিছুই যেন পেটে না যায়। কুল্লি করা ও নাকে পানি দেওয়া রোযাদারের জন্য জায়েজ। তবে সতর্ক থাকতে হবে যে, পানির কোন পিছুই যেন পেটে না যায়। অনুরূপ সুগন্ধি ব্যবহার ও শূঁকাতে কোন ক্ষতি নেই।

৫। মহিলাদের রাতের কোন ভাগে হায়েজ ও নেফাসের রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে ফজর উদিত হওয়ার পর পর্যন্ত গোসল বিলম্ব করতে পারে। অতঃপর ফজরের নামাযের উদ্দেশ্যে গোসল করবে। জুনবী (বীর্যপাত জনিত) অপবিত্র ব্যক্তির বিধানও অনুরূপ।

কতিপয় সতর্ক বাণী

১। কোন কাফের রমযান মাসে দিনের কোন অংশে ইসলাম গ্রহণ করলে, যখন ইসলাম গ্রহণ করবে তখন থেকে নিয়ে দিনের অবশিষ্ট অংশটাই পানাহার থেকে বিরত থাকা তার উপর ওয়াজিব। তবে তার উপর কাজা ওয়াজিব হবে না।

২। ফজর উদিত হওয়ার পূর্বেই রাতের যে কোন ভাগে রোযার নিয়ত করা অপরিহার্য। তবে এটা শুধু ফরজ রোযার ক্ষেত্রে। নফল রোযার নিয়ত ফজর উদিত হওয়ার পরও করা যায়, এমনকি প্রভাত হয়ে গেলেও ক্ষতি নেই, তবে শর্ত হলো কিছু যেন পানাহার না করা হয়।

৩। ইফতারের সময় ইচ্ছামত দুআ করা রোযা- দারের জন্য মুস্তাহাব। কারণ, রাসূলুল্লাহ-ﷺ- বলেছেন,

[إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ لِدَعْوَةٍ لَا تُرَدُّ] [رواه ابن ماجة ١٧٤٣]

“ইফতারের সময় রোযাদারের দুআ প্রত্যাখ্যাত হয় না।” (ইবনে মাজা ১৭৫৩) এই সময় প্রমাণিত দুআর মধ্যে হলো, “যাহাবাযযামা-উ অবতাল্লাতির উরুকু অ সাবাতাল আজরু ইশাআল্লা-হ” (পিপাসা দূরীভূত হয়েছে, ধমনী- গুলো সিদ্ধ হয়েছে এবং সাওয়াব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইনশা-আল্লাহ) (আবু দাউদ ২০১০)

৪। রোযার শুরুতে যদি কোন ব্যক্তি দিনের কোন ভাগে রমযান সম্পর্কে অবহিত হয়, তাহলে তাকে তখন থেকেই পানাহার ত্যাগ করতে হবে এবং কাজাও করতে হবে।

৫। যার উপর রোযা কাজা আছে, দায়িত্ব থেকে মুক্ত হতে তা তাড়াতাড়ি রেখে নেওয়া মুস্তাহাব। তবে বিলম্বতেও দোষ নেই। অনুরূপ একাধারে রাখা এবং কেটে কেটে রাখা উভয়ই তার জন্য জায়েজ। কিন্তু দ্বিতীয় রমযান পর্যন্ত বিলম্ব করা জায়েজ নয়।